বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১

মৌখিক সাক্ষ্য

Bangladesh Liberation War 1971

Oral Evidence

বরিশাল BARISAL

চতুর্থ খন্ড VOL. IV

মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্র

Centre for Research on
Liberation War of Bangladesh

Dhaka Bangladesh

March 2004

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১

মৌখিক সাক্ষ্য

Bangladesh Liberation War 1971

Oral Evidence

বরিশাল BARISAL

চতুর্থ খন্ড VOL . IV

সম্পাদনা

সুকুমার বিশ্বাস

প্রধান সম্পাদক

Edited by

Sukumar Biswas

Chief Editor

মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্র

Centre for Research on Liberation War of Bangladesh

Dhaka Bangladesh

March 2004

Introduction

In 1996 and 1997, Muktijuddha Gabeshana Kendra, the research wing of privately endowed Muktijuddha Gabeshana Trust, undertook a oral history project to collect evidences from common people in thirteen districts of Bangladesh. The people who were selected for interviews had local reputation of being reliable eye-witness of, and actual participants in the liberation war. As sixteen field investigators, engaged by us, interviewed them in remote areas of the country, a good percentage of them provided new data, information about little known events, newer dimensions to well known cycle of repression, conflict and death, and clue to understand the psyche of a society in ferments.

More than 2,500 people were interviewed. Their oral evidences ran up to 1,100 hours on audio tapes. If all the oral records are transcribed, and then verified, cross-checked, and substantive parts selected, which is normally done in the process of editing, this can produce about 22,000 A4 pages. But no sooner the recording of evidences was complete, and equally arduous work of transcribing and editing began, the initial project fund, generously given by the Ford Foundation, was exhausted.

With limited resources of our own, we carried on the job but at a reduced scale. In last five years, we transcribed, edited and compiled nine volumes of the oral evidences, each containing about 250 pages. The compiled volumes covered two areas, Kasba and Barisal, which are only 10 percent of the entire oral evidences. The compiled volumes have been kept at our library for researchers and interested readers. Two books were published with selected pieces from Kasba and Barisal volumes.

Our modest efforts took a promising turn late last year, when a Japanese scholar, Professor Hiroshi Sato, while visiting Dhaka, took a view of what we had been doing. He took initiative, which eventually has resulted in linking up our project with the Centre for Documentation and Area-Transcultural Studies (C-DATS) at the Tokyo University for Foreign Studies (TUFS). TUFS enjoyed the reputation of having the biggest collection of historical materials in Asian and African languages within Japan, and through founding of C-DATS, in 2002, a new interactive historical materials center is being structured to take the area and cultural studies to effectively meet the needs of the new century. We came to know that C-DATS "will particularly tackle domains traditionally left out of the range of research targets in historical materials and official histories, namely the oral history of ordinary people and peripheral groups as well as the material and symbolic representations of Afro-Asian Cultures". C-DATS has kindly agreed to extend financial assistance to ensure compilation of twelve volumes of oral evidences over next three years. And we feel, perhaps, through exchange of views

we would be able to improve the methodology to be followed in writing grassroots history of liberation war.

But why grassroots history? The history of the struggle of common people, as a special field of study, began with the history of mass movements in the 18^{th} century, particularly after the French Revolution. After the great revolution, French tradition of historiography took a decisive turn towards history not of the French ruling class, but of the French people, which established most of the themes and even the methods of grassroots history. It really began to flourish in other countries after the second world war. With the development of recording technology - from mid-fifties - the oral method took a central place to study the history of common man, especially growth of movement of less privileged classes.

The historiography in Bangladesh could take a lesson from late 18^{th} century France, as the liberation war wiped off the nascent ruling class of its previous political identity. Happily one can discern some tendency towards grassroots history in the making from various write-ups. But the dominant tendency is glorification of leadership cults, with occasional reference to people. As most of the official documents of the Bangladesh exile government were not preserved in any archive due to strange lack of interest, the consequent vacuum allowed glorification of leadership cults, which still have practical political use. History, to the new ruling class in Bangladesh, is primarily a tool for management of political myths. With progressive declassification of archive materials by various governments, who tilted one way or the other over Bangladesh issue in 1971, myth management, it seems, would soon be an untenable game.

The prime mover which shaped the destiny of this nation was people at the grassroots. The historians would have to take serious note of what they did.

Muyeedul Hasan

Member Director
Muktijuddha Gabeshana Trust

March 2004

বরিশাল চতুর্থ খন্ড প্রসঙ্গ

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১ : বরিশাল, চতুর্থ খন্ডে মোট ৪৯ জন সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বর্তমান খন্ডে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ও প্রত্যক্ষদর্শী বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষদের মধ্যে আছেন--রাজনীতিক ১ জন, আইনজীবী ১ জন, ব্যবসায়ী ৫ জন, শিক্ষক ৪ জন, ছাত্র ১৯ জন, কৃষিজীবী ১ জন, চাকুরিজীবী ৩ জন, সেনাবাহিনীর সদস্য ২ জন, পুলিশ বাহিনীর সদস্য ১ জন, সেলাই কর্মজীবী ১ জন, মাঝি ১ জন, বেকার ৫ জন এবং মহিলা ৫ জন। মহিলা ৫ জনই গৃহবধূ। বর্তমান খন্ডের মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৪১।

আমরা ইতোপূর্বে বরিশাল অঞ্চলের তিনটি খন্ডের কাজ সমাপ্ত করেছি।

সুকুমার বিশ্বাস

প্রধান সম্পাদক

মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা ট্রাস্ট

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, গবেষণা এবং স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজ-সংস্কৃতি বিষয়ে গবেষণার জন্য দেশের বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ, অর্থনীতিবিদ এবং সমাজসেবীদের নিয়ে ১৯৮৯ সালে গঠিত হয় 'মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা ট্রাস্ট'।

ট্রাস্টিগণ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস চর্চা, লালন ও বিকাশে ১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠা করেন 'মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্র'। প্রতিষ্ঠার পর থেকে গবেষণা কেন্দ্র মুক্তিযুদ্ধের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ, গবেষণা, নিয়মিত সেমিনার-সিম্পোজিয়াম আয়োজন এবং গ্রন্থ প্রকাশ করে আসছে।

ট্রাস্টিগণ

প্রফেসর সালাহউদ্দীন আহমদ	সভাপতি
প্রফেসর খান সারওয়ার মুরশিদ	সদস্য
প্রফেসর রেহমান সোবহান	সদস্য
এয়ার ভাইস মার্শাল (অবসরপ্রাপ্ত) এ. কে. খন্দকার	সদস্য
মঈদুল হাসান	সদস্য পরিচালক
শামসুন নাহার রহমান	সদস্য সচিব
মাহবুবুল গণি	সদস্য

মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্র

রহমান চেম্বার্স দোতলা ১২-১৩ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা ঢাকা ১০০০ ফোন ৯৫৬ ৯০৭৬

সূচি

পৃষ্ঠা

তপংকর চক্রবর্তী	১
সরদার আনিসুর রহমান	৯
সূর্য বালা মজুমদার	১৭
বাহারউদ্দীন খান	২০
আতাউর রহমান হাওলাদার	২৩
মো: আকবর হোসেন	২৯
আবদুল কাদের সিকদার	৩১
আলমগীর হোসেন	৩৬
আবদুল মজিদ হাওলাদার	৩৯
কালিয়া দমন গুহ	৪২
মো: জাকির হোসেন	৫৫
মো: তারা মিয়া	৫৯
আবুল হাশেম হাওলাদার	৬৩
পরিতোষ কুমার নন্দী	৬৮
হেমলাল মন্ডল	৭১
বিশ্বজিৎ বাড়ৈ	৭৩
ফাতেমা বেগম	৭৬
জাহানারা আরজু	৭৯
সৈয়দ লিয়াকত হোসেন	৮২
সৈয়দ মোশাররফ হোসেন	৮৬
মো: আবদুল বাতেন	৮৮
মো: আবদুর রব	১০০
মো: সিদ্দিকুর রহমান	১০৭
এস. এম. আলমগীর মিয়া	১১৪
নজরুল ইসলাম	১১৭
মোহাম্মদ হাই মাহবুব	১২০
এস. এম. ইকবাল	১২৯
মিন্টু বসু	১৩২
নূরজাহান বেগম	১৪২
সিদ্দিকুর রহমান	১৪৩
জয়নাল আবেদীন মৃধা	১৪৭
সবুরজান বিবি	১৫৪
আবুল হোসেন রাঢ়ী	১৫৬
পরেশচন্দ্র দাস	১৬১
মো: আইয়ুব আলী	১৬৩